আমাকে চিনুন এবং কাজে লাগান—(৪)
খয়ের (একাসিয়া ক্যাটেচু)

মোহাম্মদ হারুন রশীদ

শ্যামল বাংলার অগণিত বৃক্ষরাজির আমিও একজন নগণ্য সদস্য। আকারে মহীরুহ নই, গায়ে ছোট ছোট কাঁটা নিয়ে হালকা দুর্বল ও ছোট গাছ রূপে আমি এখানে সেখানে বাস করি। গভীর অরণ্যে বাস আমার পছন্দ নয় তাই আমার দেখা পাবেন বনের আশে-পাশে, লোকালয়ে ও জমির আলে। নিরিবিলি থাকতেই আমার পছন্দ। জাত হিসাবে আমি কিন্তু বেশ বনেদী পরিবারের সদস্য। আমি আপনাদের অতি পরিচিত 'লিগুমিনোসি' পরিবার ভুক্ত। আমাদের পরিবার খুব বড় আর তার অসংখ্য সদস্য রয়েছে।

বড় পরিবারের সদস্য হলেও স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে কিন্তু আমি ততটা আকর্ষণীয় নই। তাই সুধী সমাজে নিজের রূপের বর্ণণা দিতে কিছুটা কুন্ঠিত। তবুও আপনারা যখন আমাকে জানতে চান তখন নিঃসঙ্কোচে আমি আমার বর্ণণা দেব। আমার বিশ্বাস, আমার বর্ণনা শুনলে আমাকে চিন্‌তে আপনাদের কষ্ট হবে না।

আগেই বলেছি, আমি খুব স্বাস্থ্যবান নই মাঝারি আকারের। আমার পাতার বর্ণ সবুজ আর বংশের ঐতিহ্য অনুসারে ছোট ছোট পলক আকৃতির যৌগিক। আমাদের মধ্যে জন্ম শাসন প্রথা না থাকায় আমার ভাই-বোনের সংখ্যা সব মিলিয়ে মনে হয় চারশ' এর কম হবে না। বাঁচার তাগিদে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করছি। বাংলাদেশে এখন আমরা বাইশ জনের বেশী নই। কেউ কেউ আবার বংশ রক্ষায় অপারগ হয়ে ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সভ্য মানুষের প্রয়োজনে লাগি বলে আমরা কয়েকজন সদস্য এখনও স্নেহ বঞ্চিত নই। তাঁদের স্নেহ ছায়ায় এখনও টিকে আছি, তবে স্বার্থপর শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের টিকে থাকতে দেবে কিনা, বলা কঠিন। হয়তো কালে আমরাও অন্যান্য সদস্যদের মত মহা-কালে বিলীন হয়ে যাব। সুখের কথা, কিছু সংখ্যক লোক আমাদের উপকারের কথা মনে করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা

চালাচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার সফলতাই এখন আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা।

বাল্যে আমার যৌগিক পাতা ছোট ছোট থাকে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গায়ে থাকে প্রকৃতিদত্ত অসংখ্য কাঁটা ধীরে ধীরে যখন বড় হয়ে যৌবনে পা দেই তখন আমাকে দেখতে কিন্তু নেহাত মন্দ লাগে না। চিরল চিরল ছোট পাতায় সেজে থাকায় দূর থেকে আমাকে সুন্দরই মনে হয়। তবে গায়ে কাঁটার জন্য কেউ কাছে ঘেষতে চায় না।

একটা জিনিষ কিন্তু আমরা মেনে চলি যা আপনাদের মানব সমাজে নেই। আমাদের বিয়ে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় পরিবারের বাইরে কেউই করে না। যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে আমরা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হই এবং বর কনে বেশে গোল গোল হলদে রং এর ফুলে সজ্জিত হয়ে উঠি। তখন আমাদের মনে কত আনন্দ। বিয়ে সাধারনতঃ ঘটকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যদিও ভ্রমরকে আপনারা আমাদের একমাত্র ঘটক মনে করেন আসলে কিন্তু তা সত্য নয়। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এমন কি বাতাসও আমাদের বিয়ের ঘটকালী করে থাকে। দুঃখ এই, আমরা আপনাদের মত বর বেশে সজ্জিত হয়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে পারি না কেননা আমরা চলচ্ছক্তি হীন। আমাদের ঘটকরাই আমাদের মিলন ঘটিয়ে দেয় আর এ ভাবেই আমাদের বংশ ধারা রক্ষা হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বীজাকারে থাকে যা পরে অঙ্কুরিত হয়ে আমাদেরই আকার ধারন করে। আমাদের মিলনে যে ফল হয় এবং যা আমাদের বংশ ধারার বাহক বীজকে ধরে রাখে তার আকৃতি অনেকটা তেঁতুলের মত কাল এবং 'পড' বলে পরিচিত।

আমরা পঞ্চভুতে সৃষ্ট তাই বীজ মাটির সংস্পর্শে না আসা পর্যান্ত আমাদের বংশধরেরা কিন্তু কখনও পৃথিবীর মুখ দেখতে পায় না। অনুকুল অবস্থায় মাটির সংস্পর্শে আসা মাত্র মাটির সঞ্জীবনী শক্তিতে আমাদের নবজাত শিশুরা বাড়তে শুরু করে। এতো গেল আমার মোটামুটি পরিচয়।

এখন আমি শুধু আপনাদের এটুকুই বলব যে আমরা যখন আপনাদের বিভিন্ন উপকারে আসি আপনাদেরও কি আমাদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত নয়? বিচারের ভার রইল আপনাদের উপর। আমাদের সৃষ্টিই আশরাফুল মখলুকাত মানুষের সেবা করা। তাঁদের সেবাতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। আপনারা আমাদেরকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের জীবনকে অর্থবহ আর সার্থক করে তুলুন।

অনেকেই হয়তো আমাদের কাছে মানুষকে দেবার মত কি কি আছে, তা জানেন না। আর তাই আমাদের কদরও তাঁদের কাছে নেই। তাই নিজেই নিজের গুণের বর্ণনা করে যদি আপনাদের কাছে থাকতে পারি তবেই হবে আমাদের বৃক্ষ জনম সার্থক।

ক্ষুদ্র হলেও আপনাদের দেওয়ার মত আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মূল্যবান জিনিষ রয়েছে যা আপনাদের অপরিহার্য্য। প্রথমেই

বলব আমাদের খয়েরের কথা যাকে 'কাথ' বলা হয়। এটা ট্যানিন জাতীয় জিনিষ যা আমাদের শরীরের মাংস মজ্জার মধ্যে রয়েছে এবং তা আমাদেরকে কেটে কুটে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জ্বাল দিয়ে বের করতে পারেন। আপনাদের খয়ের দিতে গিয়ে আমাদের যে ভয়াবহ পরিণতি হয় তার জন্য আমরা মোটেই ভীত নই। এতেই আমাদের সুখ এবং এখানেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। আমাদের দেওয়া এই জিনিষ আপনারা কিন্তু অনেক মূল্যবান কাজে লাগাতে পারেন। এটা আপনাদের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য প্রচুর সম্পদও দান করতে পারে, আর পারে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে যা উন্নতিশীল বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য্য। তাছাড়া আমাদের গাছে রয়েছে আঠা জাতীয় পদার্থ। আমাদের শরীরের মাংস মজ্জাও কিন্তু ফেল্‌না নয়। এই আঠা ও মজ্জা দুইই অনেক মূল্যবান কাজে ব্যবহার করা যায় এবং কাঠ হিসেবে টেকেও অনেক দিন।

উপসংহারে তাই আমাদের অনুরোধ আপনারা সভ্য মানুষ—আপনাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে আমাদেরকেও ব্যবহার করে আমাদের রুক্ষ জীবনকে সার্থক করুন। এই কামনা করে আজ এখানে শেষ করলাম। আপনারা উৎসাহী হলে আমাদের অন্যান্য খুঁটি নাটি পরে বলব।